শিকাগো বক্তৃতা : নিবেদিতার বিশ্লেষণে

স্বামী বলভদ্রানন্দ

ভগিনী নিবেদিতার অনুসরণ করে নিবন্ধের সূচনা করছি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকেই। নিবেদিতা বলেছেন : বিবেকানন্দ গড়ে উঠেছেন শাস্ত্র, গুরু আর ভারতভূমি—এই তিনটি মিলে। ভারতের মুনি-ঋষিরা যে-চিরন্তন সত্যকে বারবার উপলব্ধি করেছেন, শাস্ত্র পড়ে বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) সে-সম্বন্ধে বৌদ্ধিক ধারণা হয়েছিল। কিন্তু অন্তর ব্যাকুল হয়েছিল এই প্রশ্নে : শাস্ত্রের সত্যগুলি তো কতদিনের প্রাচীন। আজও কি কারও জীবনে এই সত্যগুলি সত্য হয়ে ওঠে? গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর পেলেন। নিবেদিতা লিখেছেন : ''In his Master, Ramakrishna Paramahamsa,... (Swami Vivekananda) found that verification of the ancient texts which his heart and his reason had demanded.'' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন : ''হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি, তবে এর চেয়ে আরও স্পষ্টরূপে। ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি।''

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে স্বামীজী প্রথমেই যেটা উপলব্ধি করেছিলেন তা হল, ধর্ম উপলব্ধির বস্তু। চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা নয়, পড়া নয়—চরম লক্ষ্যকে নিজের করে নেওয়াই ধর্ম। এই উপলব্ধির ধর্মের কথাই স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজী আরও দেখেছিলেন ধর্মের বিচিত্র সামগ্রিক রূপ। যখন তাঁর কাছে স্বামীজী নিরন্তর শুকদেবের মতো সমাধিস্থ হয়ে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ—যদিও জানতেন তাঁর এই 'আশ্চর্য' শিষ্য শুকদেবের মতোই ওই অবস্থালাভে সমর্থ—তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন : ''আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, অত ছোট নজর করিসনি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজা খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলও খাব, অম্বলেও

খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায়—নির্গুণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধবোধও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না।"

এইভাবে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মের বিচিত্র সামগ্রিক রূপ দেখলেন, ধর্মের প্রেমময় চরিত্রও দেখলেন; এবং তা দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধরনের উপদেশ ও তিরস্কারের মধ্যে যতটা, তার চেয়েও বেশি করে তাঁর জীবনের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে প্রতিভাত হলেন আকাশের মতো উদার ও সমুদ্রের মতো গভীররূপে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ধনী-নির্ধন জাতপাত-দেশ-ধর্ম নির্বিশেষে অপ্রতিহত প্রেমপ্রবাহরূপে। দেখলেন : শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় ও বুদ্ধিতে কোনও 'Exclusion' বা 'বর্জন' নেই। ''তিনি এক বিরাট সর্বগ্রাসী আলিঙ্গন।"* শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবন থেকে প্রাপ্ত এইসব উপলব্ধিই তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সাড়ে চার বছরেরও বেশি সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করেছেন। তবুও ভারত ও বিশ্বের জন্য যে-বিবেকানন্দকে প্রয়োজন, সেই বিবেকানন্দের নির্মাণ, নিবেদিতার মতে, তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বাকি ছিল ভারত-পরিক্রমা। নিবেদিতার ভাষায় : ''Even now, however, the preparation for his own task was not complete. He had yet to wander throughout the length and breadth of India,..." হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষকে জানতে হবে। ''...mixing with saints and scholars and simple souls alike, learning from all, teaching to all, and living with all..."। সন্ত, পণ্ডিত, সাধারণ—সকলের সঙ্গে মিশে, শিখে এবং প্রয়োজনমতো তাদের শিখিয়ে—ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে হবে। ভারতবর্ষ অতীতে কেমন ছিল, এখন কেমন আছে—সব বুঝতে হবে। ''seeing India as she was and is, and so grasping in its comprehensiveness that vast whole, of which his Master's life and personality had been a brief and intense epitome."—ভারতবর্ষকে এইভাবে সামগ্রিকভাবে দেখে স্বামীজীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সেই পরিপূর্ণ ভারতবর্ষেরই একটি সংক্ষিপ্ত ও ঘনীভূত নিখুঁত মূর্তি তাঁর গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব। এইভাবে শাস্ত্র ও ভারতবর্ষকে যখন তিনি একাকার দেখতে সমর্থ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে, তখনই বিবেকানন্দ সেই বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন যে-বিবেকানন্দকে জগতের প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতা বলছেন : ভারতবর্ষ নিজের হাতে বিবেকানন্দরূপী যে-বাতিদানটিকে প্রজ্বলিত করেছিল তার নিজের ও বিশ্বের সন্তানদের পথনির্দেশের জন্য, তাঁর মধ্যে নিত্য দীপ্যমান এই তিনটি আলোকশিখা—শাস্ত্র, গুরু আর তাঁর মাতৃভূমি।

নিবেদিতা অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, কেন বিবেকানন্দই হয়ে উঠেছিলেন ধর্মমহাসভায় ভারত ও তার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। কারণ তাঁর সম্পূর্ণ হৃদয় ও আত্মা হয়ে উঠেছিল দেশের জীবন্ত মহাকাব্য (burning epic of the country)। ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে সমকালীন চিন্তাশীল মানুষ যখন শুধু দেখত বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র, তাঁর বিশাল মন সেগুলির পিছনে একটি যোগসূত্র দেখতে পেত। (His great mind saw a connection where others saw only isolated facts.) তাঁর ছিল সর্বাপেক্ষা বিশ্বজনীন একটি মন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল

---

* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, 'তব কথামৃতম্' গ্রন্থের 'অবতারবরিষ্ঠ' প্রবন্ধ

নিখুঁত ব্যাবহারিক সংস্কৃতি। (His was the most Universal mind, with a perfect practical culture.) এই কারণেই ভারতবর্ষকে ধর্মমহাসভায় সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করবার জন্য—''to represent before the Parliament of Religions India in its entirety.'' বিবেকানন্দই ছিলেন একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। কারণ, যে-ভারতবর্ষকে তিনি সেখানে উপস্থিত করেছিলেন, সেই ভারতবর্ষের মধ্যে একাধারে ছিল : বৈদিক ও বৈদান্তিক, বৌদ্ধ ও জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব, এমনকী মুসলমানও। আরও একটি কারণে এই কাজের জন্য তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। সেটি হল : আর কেউই তো তাঁর শিষ্য ছিলেন না, যে-মানুষটি নিজেই ছিলেন প্রকৃত অর্থে একটি ধর্মসম্মেলন—''who was in himself a Parliament of Religions in a true sense.'' অর্থাৎ অন্যেরা তো কেউ তাঁর মতো শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি!

কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। তার কয়েক বছর আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল যে, কলম্বাসেরই নামে একটি বিশ্বমেলা বা বিশ্বপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে, যাতে জাগতিক বিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা কত অগ্রসর হয়েছে তা দেখানো যায়। মেরি লুইস বার্ক লিখেছেন : ''শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার কীর্তি-সূচক সামগ্রীই নয়; পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতিকে আরও ভাল করে ফুটিয়ে তোলার জন্য (বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে) পৃথিবীর পিছিয়ে থাকা সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে পূর্ণ মানবের আকৃতির অনেক মডেলও সেই মেলাতে প্রদর্শিত হয়েছিল।''

কিন্তু শিকাগোর একজন প্রখ্যাত আইনজীবী চার্লস ক্যারল বনি প্রশ্ন তুললেন : সভ্যতা কি শুধু বস্তুনির্ভর? চিন্তানির্ভর নয়? বরং বস্তুর নির্মাণের পেছনেও থাকে চিন্তা। তাই মানুষের চিন্তার প্রদর্শনী ছাড়া এই 'কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন' মানুষের সভ্যতার যথার্থ প্রদর্শনী হয়ে উঠতে পারে না। বনি একজন মননশীল লেখক হিসাবেও সমীহ পেতেন। তাই তাঁর কথাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁকেই প্রেসিডেন্ট করে ১৮৯০-র ৩০ অক্টোবর 'World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition' নামে একটি কমিটি গঠিত হল। কমিটি ঠিক করল, নারীপ্রগতি, সংবাদপত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি প্রভৃতি কুড়িটি বিষয় নিয়ে কুড়িটি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা হবে। প্রতিটি আলোচনাই কয়েকদিন ধরে হবে ১৮৯৩-র ১৫ মে থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে। ওই কুড়িটি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভারই অন্যতমরূপে পরিকল্পিত হয়েছিল 'Parliament of World's Religions' বা পৃথিবীর প্রথম বিশ্বধর্মমহাসভা।

কত বড় ছিল কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন? লেক মিশিগানের তীরে ১০৩৭ একর জমি জুড়ে এর আসর বসেছিল। ১৫০টি বাড়ি তৈরি হয়েছিল প্রদর্শনীর 'স্টল' হিসাবে। ঘুরতে সময় লাগত কমপক্ষে সাড়ে তিন সপ্তাহ এবং হাঁটতে হত কমপক্ষে ১৫০ মাইল। আর কত বড় ছিল ওই কুড়িটি 'কংগ্রেস'? হাউটনের এই বিবরণটি থেকে একটু আন্দাজ পাওয়া যাবে : কুড়িটি কংগ্রেসের শুধুমাত্র অনুষ্ঠান-সুচিগুলি একসঙ্গে বাঁধিয়েই একটা ১৬০ পৃষ্ঠার বই হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মূল 'কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন' এবং আরও উনিশটি বিশ্ব আলোচনাসভাকে (কংগ্রেস-কে) ছাপিয়ে ধর্মমহাসভাই সব থেকে আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মমহাসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেন্ড জন হেনরি ব্যারোজ লিখেছেন : ''No one gathering ever assembled was awaited with such

universal interest." এবং এই ধর্মমহাসভারই চূড়ামণি হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আমাদের স্বামীজী। আজ একশো পঁচিশ বছর পরেও দেখি, পৃথিবী আজ কলম্বিয়া মেলা আর তার উনিশটি কংগ্রেসের একশো পঁচিশ বছর পূর্তিকে উদ্‌যাপন করছে না—উদ্‌যাপন করছে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালার একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তি এবং সেই সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে শুধু স্মরণ করছে শিকাগো ধর্মমহাসভাকে, মূল কলম্বিয়ান এক্সপোজিশনকে এবং তার আরও উনিশটি কংগ্রেসকে—হ্রাসমাণ গুরুত্বের ক্রমানুসারে (In order of descending importance)।

ধর্মমহাসভার ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলি যথেষ্ট উদার ছিল। প্রথম উদ্দেশ্যটি ছিল—সেটি অবশ্যই সফল হয়েছে আমরা বলতে পারি : ''পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিনিধিদের একই সভায় একত্রিত করা।" অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল : প্রতিটি ধর্ম এবং খ্রিস্টান চার্চের বিভিন্ন শাখা যে-সত্যগুলিকে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে, সেগুলিকে নির্দিষ্ট করে দেখানো; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কী কী সাধারণ সত্য রয়েছে দেখানো; বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরকে কীভাবে আলোকিত করেছে বা আলোকিত করতে পারে আলোচনা করা; বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে সৌহার্দ্যসূত্রে বাঁধা, যাতে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আসে।

কিন্তু বহু খ্রিস্টান এবং বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টীয় প্রচারকরা এই ধর্মমহাসম্মেলনকে অন্যায় বলে মনে করতে শুরু করলেন। আর্চ বিশপ অফ ক্যান্টারবেরি কোনওরকম রাখঢাক না করেই বললেন : আমি এতে যোগ দেব না। দূরত্ব বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে নয়, এই কারণে যোগ দেব না যে, খ্রিস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম। অন্য ধর্মকেও এই ধর্মসম্মেলনে আমন্ত্রণ করার অর্থ হচ্ছে, মেনে নেওয়া সেই ধর্মগুলি খ্রিস্টধর্মেরই সমকক্ষ। কিন্তু আলো আর অন্ধকার কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না। আমি তাই এই সম্মেলনে যোগ দেব না। হংকং-এর এক ধর্মপ্রচারক উদ্যোক্তাদের জানালেন : তোমাদের এই পরিকল্পনা আসলে যিশুখ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এই ধরনের মতের অবশ্য যথেষ্ট সমালোচনা হল। কিন্তু যাঁরা এই মতগুলির সমালোচনা করে ধর্মমহাসভার পক্ষে বললেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই : খ্রিস্টধর্মের ভয়ের কোনও কারণ নেই। এই ধর্মমহাসভা তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে; সর্বধর্মের এই মহাসভায় খ্রিস্টের বাণীই একক ও শ্রেষ্ঠরূপে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হবে। একজন বিশপ বললেন : বর্তমান মানবসভ্যতা পৃথিবীকে (ভৌগোলিক দিক দিয়ে) এক করে দিয়েছে। সেই সভ্যতা এই ধর্মমহাসভার মাধ্যমে প্রস্তুতি শুরু করেছে পৃথিবীর সব ধর্মকে তাদের মূলকেন্দ্রে একত্রিত করার। সেই মূল কেন্দ্রটি হলেন যিশুখ্রিস্ট।

ধর্মমহাসভার চেয়ারম্যান রেভারেন্ড ব্যারোজ যে বিস্ময়কর দক্ষতায় অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছিলেন ধর্মমহাসভাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, তা-ও নিশ্চয়ই এই 'এভাঞ্জেলিক্যাল' স্বপ্নকে চোখে মেখেই। কারণ ধর্মমহাসভার পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : ''We believe, that Christianity is to supplant all other religions, because it contains all the truth there is in them and much besides, revealing a redeeming God." অর্থাৎ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও স্বপ্ন ছিল : ধর্মমহাসভার পরে খ্রিস্টধর্ম অন্য সব ধর্মের স্থান দখল করে নেবে। কারণ, খ্রিস্টধর্মে অন্য সব ধর্মের সত্যগুলি তো আছেই, আরও অনেক কিছু আছে—এই ধর্মে একজন ত্রাণকর্তা ভগবানের কথা বলা আছে। ব্যারোজ সেই সময়কার খ্রিস্টধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ—তখনও

পর্যন্ত যাঁরা জানতেন, দীনশরণ পতিতপাবন ভগবানের সুসমাচার শুধু খ্রিস্টধর্মেই আছে, অন্য ধর্মে নেই!

এই পরিস্থিতিতে ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব—নিবেদিতার ভাব অনুযায়ী, যে-দীপ্ত সূর্যটিকে ভারতজননী নিজের হাতে জ্বালিয়েছিলেন ভারত ও জগতকে আলোকিত করবার জন্য। অনুদার খ্রিস্টীয় প্রচারকদের সমস্ত স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে খানখান করে দিয়ে স্বামীজী বললেন যে, কেবলমাত্র খ্রিস্টধর্ম বা অন্য কোনও ধর্ম নয়, প্রতিটি ধর্মই সত্য—যেহেতু সেগুলি এক সত্যস্বরূপ ভগবানের কাছে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ। সাধুতা, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য কোনও একটি নির্দিষ্ট ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের নরনারীর জন্ম হয়েছে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে এবং অন্য সব ধর্ম লোপ পাবে, তবে তিনি কৃপার পাত্র; কারণ তাঁর এই অসম্ভব স্বপ্ন কখনই বাস্তবায়িত হবে না। জগতের বহু মানুষের প্রয়োজনে একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার জন্য বহু ধর্ম সবসময়ই থাকবে। তাই প্রয়োজন : একটি ধর্মের একাধিপত্য নয়, ধর্মে ধর্মে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও গ্রহীষ্ণুতা। বস্তুত ধর্মমহাসভার যে-উদার উদ্দেশ্যগুলি ঘোষিত হয়েছিল, সেগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই ধর্মমহাসভার অধিকাংশ উদ্যোক্তা এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি (একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, আনুমানিক একশো সত্তর জন প্রতিনিধির মধ্যে একশো চোদ্দো জনই ছিলেন খ্রিস্টান।) ধর্মমহাসভাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিবেকানন্দই তাঁর প্রতিটি ভাষণের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যগুলিকে রূপ দিলেন—আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে।

নিবেদিতা বলেছেন : অন্যরা স্বামীজীর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূরূপে। কিন্তু এই গৌরব শুধু তাঁরই ছিল যে, তিনি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে উপস্থিত হয়েছিলেন, যে-ধর্মের কাছে অন্যদের প্রতিটি ধর্মমত, তাঁর নিজেরই ভাষায়, একটি যাত্রা মাত্র, সে-যাত্রা বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। নিবেদিতার ইংরেজিতে কথাগুলি আংশিকভাবে এই : ''...only a travelling, a coming up, of different men, and women, through various conditions and circumstances to the same goal.''

ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত স্বামীজীর সব কটি বক্তৃতার মধ্যে নিবেদিতা স্বামীজীর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতাটিকে সর্বাধিক গুরত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ স্বামীজীর রচনাবলির যে-অনবদ্য ভূমিকাটি তিনি লিখেছেন, তাতে স্বামীজীর কর্মজীবনের গণনা শুরু করেছেন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ অর্থাৎ 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতাটির তারিখ থেকে। ১১ সেপ্টেম্বরের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর স্বামীজী ১৫ সেপ্টেম্বর একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন উদ্যোক্তাদের অনুরোধে। তার চারদিন পরে 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতাটি দেন। এটি দীর্ঘ লিখিত বক্তৃতা এবং ধর্মমহাসভায় তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন বলে এটিই ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রধান বক্তৃতা। কিন্তু এই ভাষণটির অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল : ভাষণটি স্বামীজী শেষ করেছেন বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজনের কথা বলে এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার সব ধর্মকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করার ভাবটির প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নিবেদিতা এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে বলছেন : যখন স্বামীজী বক্তৃতাটি শুরু করেন, তখন তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'The religious ideas of the Hindus'!

কিন্তু যখন শেষ করলেন : 'Hinduism was created'—হিন্দুধর্ম যেন সৃষ্ট হল। এখানে 'যেন' শব্দটি আমাদের সংযোজন হলেও অবশ্যই নিবেদিতার অভিপ্রায় অনুসারী। কারণ ওই একই ভূমিকাতে নিবেদিতা লিখেছেন : ধর্মমহাসভায় স্বামীজী নতুন কিছু বলেননি; নতুন কিছু বললে, তিনি আসলে যা তার চেয়ে 'কম' বলে পরিগণিত হতেন (...would have been less than he was)। কারণ, নতুন কখনও চিরন্তন হয় না; এবং বিবেকানন্দ সর্বদা চিরন্তন সত্যের কথাই নানাভাবে বলেছেন ধর্মমহাসভায় ও অন্যত্র।

''He stands as the Revealer''—যে-সম্পদ হিন্দুধর্মের আছে, সেটিকে তিনি শুধু উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাহলে কেন নিবেদিতা বললেন যে, হিন্দুধর্ম যেন তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হল? কারণ এই প্রথম হিন্দুধর্ম সাধারণীকৃত হল, 'generalised' হল। এবং তা করলেন, পূর্ব পূর্ব প্রফেটদের মতোই আর একজন প্রফেট—স্বামী বিবেকানন্দ। নিবেদিতার নিজের ভাষায় : ''For the first time in history,... Hinduism itself forms here the subject of generalisation of a Hindu mind of the highest order.'' এই হিন্দুধর্মকে একা বিবেকানন্দ অবশ্যই সৃষ্টি করেননি। যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার ঋষি, আধিকারিক পুরুষ, অবতার ও আচার্যদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সাধনার ফলস্বরূপ এই বহু-শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট বনস্পতি-সদৃশ হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছে। স্বামীজী যেটি করলেন, তা হল : গুরুর জীবন-দৃষ্টান্ত ও নিজের উপলব্ধির শক্তিতে পিছনে ফিরে এই বিশাল ও বিচিত্র হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে দেখলেন এবং হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহকে আবিষ্কার করলেন। এই কাজটি তাঁর আগে আর কেউ করেননি। তার জন্যই নিবেদিতা বলছেন : যখন তিনি তাঁর ভাষণটি শেষ করলেন, হিন্দুধর্ম যেন নতুন করে সৃষ্ট হল। নিবেদিতা বলেছেন : ভবিষ্যতে যখন হিন্দুমাতা তাঁর সন্তানদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শেখাতে চাইবেন, তখন অবশ্যই তাঁকে স্বামীজীর হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হবে।

স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' ভাষণটি একদিকে যেমন ছিল বিশ্ববাসীর কাছে এক সুমহান বাণী, নিবেদিতার ভাষায়, 'a gospel to the world at large', তেমনি হিন্দুদের কাছে সেটি ছিল তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট দলিল (the charter of the Hindu Faith)। সাধারণভাবে হিন্দুধর্মের তখন ভগ্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থা। তার দরকার ছিল নোঙর করার মতো শক্ত একটা জায়গা : ''Hinduism needed, amidst the general disintegration... a rock where she could lie at anchor...'' তার দরকার ছিল এমন একজনকে যাঁর সত্যদীপ্ত উচ্চারণের মধ্যে হিন্দুধর্ম নিজেকে খুঁজে পাবে—'an authoritative utterance in which she might recognize herself.' বিবেকানন্দ সেটি সম্ভব করলেন। গুরুর 'তত্ত্বমসি' বাক্যের মতো বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা হিন্দুদের চিনতে শেখাল হিন্দুধর্মের মহিমময় স্বরূপ। তিনি হিন্দুধর্মীদের আত্ম-আবিষ্কারের গুরু। হিন্দুদের তখন কী দরকার ছিল? দরকার ছিল নিজেদের ধর্মমণ্ডলীর ধারণাগুলিকে 'organise' এবং 'consolidate' করা। সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় করা নিজেদের ধর্মভাবনাগুলি। বিবেকানন্দ সেটিকে সম্ভব করে দিয়েছেন।

নিবেদিতা বলছেন : যদি এই মহা-মানুষটির উত্থান না ঘটত, তাহলে এত বড় প্রমাণ কোথাও মিলত না যে, সনাতন হিন্দুধর্মের চিরন্তন প্রাণশক্তি যেমন অটুট ছিল অতীতে, তেমনই অটুট রয়েছে বর্তমানেও; ভারত যেমন মহান ছিল চিরকাল, তেমনই মহান আছে এখনও। নিবেদিতার নিজের কথায় : ''Nor could any greater proof have

been given of the eternal vigour of the Sanatana Dharma, of the fact that India is as great in the present as ever in the past, than this rise of the individual...”

যে-আমেরিকাতে গিয়ে স্বামীজী ভাষণ দিয়েছিলেন, ইউরোপের প্রতিটি জাতের মানুষ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, বিশেষত শিকাগো নগরীতে। নিবেদিতা লিখছেন : ‘‘Every nation in Europe has poured in its human contribution upon America, and notably upon Chicago, where the Parliament was held.” কাজেই যে-পাঁচ হাজার শ্রোতার সামনে স্বামীজী ভাষণ দিতে দাঁড়িয়েছিলেন শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের ওই কলম্বাস হলে, তাঁরা ছিলেন সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধি—তরুণ, প্রাণচঞ্চল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর; অধিকন্তু কৌতূহলী এবং সজাগ। (...young, tumultuous, overflowing with its own energy and self-assurance, yet inquisitive and alert withal, which confronted Vivekananda when he rose to speak.)

আর স্বামীজীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল যে-জগৎ, যার তিনি প্রতিনিধি, সেই জগৎ ছিল এর একেবারে বিপরীত! যেন শান্ত বিশাল সমুদ্র! এত প্রাচীন তাঁদের চিন্তা যে, বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে তাঁরা সময়ের গণনা করেন, যাদের কাছে বৌদ্ধধর্মও যেন কত আধুনিক; যুগ যুগ ধরে যে-দেশের ধূলিকণা মুনি-ঋষিদের পাদস্পর্শে ধন্য—তাঁর মহান মাতৃভূমি!

বিবেকানন্দ এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিরাট চিন্তানদীর সংযোগস্থল হয়ে ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়েছিলেন : ‘‘...two mind-floods, two immense rivers of thought, as it were, Eastern and modern, of which the yellow-clad wanderer on the platform of the Parliament of Religions formed for a moment the point of confluence.” এই উভয় জগতের সংযোগটিকে নিবেদিতা ‘shock’ শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এই সংঘাতটির অমোঘ ফলশ্রুতিরূপেই সনাতন হিন্দুধর্ম স্বামীজীর মধ্য থেকে নতুন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে এই প্রথম নির্দেশিত হয়েছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ। নিবেদিতার নিজস্ব শব্দপ্রকাশে : ‘‘The formulation of the common bases of Hinduism was the inevitable result of the shock of their contact...” প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তরুণ পাশ্চাত্য এই প্রথম সংস্পর্শে এসেছে শান্ত সমাহিত মহাযুগের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষের। এবং কোথায় ঘটেছে এই মিলনটি? ‘...in a personality, so impersonal’—বিবেকানন্দের মধ্যে; যিনি একটি ব্যক্তি, আবার বিশ্বজনীন, সর্বজনীন। বিশ্বজনীন, সর্বজনীন বলেই তিনি ব্যক্তি হয়েও নৈর্ব্যক্তিক। ধর্মমহাসভার এই বক্তাটির মধ্যে প্রকৃতই কোনও আত্মপর ভেদ ছিল না। ‘‘To the heart of this speaker, none was foreign or alien. For him, there existed only Humanity and Truth”, নিবেদিতা বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে।

ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হওয়ার মহা সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি তো তাঁর প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের কথা ওই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বলতে পারতেন? কিংবা নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা? দুটোর কোনওটাই তিনি করলেন না। নিবেদিতা বলছেন : ‘‘Instead of either of these, it was the religious consciousness of India that spoke through him, the message of his whole people, as determined by their whole past.” সমগ্র ভারতবাসীর ধর্মচিন্তা, যে-ধর্মচিন্তা তিল তিল করে গড়ে উঠেছে

তার সমগ্র অতীত বেয়ে—ভারতের সেই সামগ্রিক, সুপ্রাচীন ধর্মচেতনাই প্রকাশিত হল সেদিন শিকাগোর ধর্মমহাসভায়—বিবেকানন্দের মাধ্যমে।

এবং যখন তিনি এইভাবে পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে বলে যাচ্ছেন হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের কথা, তখন—কবিতার মতো ভাষায় নিবেদিতা লিখেছেন—প্রশান্ত মহাসাগর থেকে অনেক দূরে, তাঁর মাতৃভূমি ভারত তখন পৃথিবীর যে-অর্ধেকটা অন্ধকারে, সেখানে ঘুমিয়ে আছে। নিবেদিতা বোধহয় বলতে চেয়েছেন, ভারত তখন ঘুমিয়েছিল শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, হীনম্মন্যতার অন্ধকারেও। কিন্তু শরীর ঘুমোলেও অন্তরাত্মা তো ঘুমোয় না। ভারতের অন্তরাত্মাও বিবেকানন্দের এই অমূল্য বাণীগুলির জন্য অপেক্ষা করে ছিল। এই বাণী সেখানে পৌঁছবে এবং তাঁদের কাছে সেই মহত্ত্ব ও শক্তির রহস্য উন্মোচন করে দেবে, যে-মহত্ত্ব ও শক্তি চিরকালই তাঁদের নিজস্ব। (And as he spoke, in the youth and noonday of the West, a nation, sleeping in the shadows of the darkened half of earth, on the far side of the Pacific, waited in spirit for the words that would... reveal to them the secret of their own greatness and strength.)

ধর্মমহাসভায় স্বামীজী কি হিন্দুধর্ম প্রচার করেছেন? নাকি ভারতবর্ষকে? নাকি সব ধর্মই সত্য এই সত্যটিকে? নিবেদিতা-রচিত স্বামীজীর রচনাবলির ভূমিকাটি, যেটি আমরা এই প্রবন্ধে বিশদে আলোচনা করছি এবং নিবেদিতার অন্যান্য রচনা-অংশ (যার একটি এই প্রবন্ধের ২ পাতায় উদ্ধৃত) থেকে আমরা দেখি, নিবেদিতার দৃষ্টিতে, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই স্বামীজীর শিকাগো-বাণীতে মিলেমিশে গেছে। তিনি ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মকে সমার্থক রূপে উপস্থিত দেখেছেন স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালায়। সর্বধর্মের প্রতি যে-শ্রদ্ধা, উদারতা ও গ্রহীষ্ণুতার মনোভাব স্বামীজীর ওই বক্তৃতাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকেও ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের অভিন্ন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যরূপেই নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন এবং ওই উদার গ্রহীষ্ণু ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মে তিনি অ-হিন্দু ভারতবাসীদেরও সযত্নে সমাদরে আধারিত দেখেছেন। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম শুধু একটি ধর্মে বা কোনও ধর্মেই সীমিত নয়।

স্বামীজী ও নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সমার্থক বলে, স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' ভাষণটি থেকে দুটি চিন্তা চিহ্নিত করে নিবেদিতা বলেছেন : সে-দুটিই ধর্মমহাসভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। সেই দুটি চিন্তার একটি : মানুষ ভুল থেকে সত্যে যায় না, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যায়। আর একটি হল : মুক্তির বাণী; অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বাস্তবিকই উপলব্ধি করে প্রতিটি মানুষকেই একদিন দেবতা হতে হবে, এই বাণী। নিবেদিতার অনবদ্য শব্দমালায় : ''To the Hindu, says Vivekananda, 'Man is not travelling from error to truth, but climbing up from truth to truth, from truth that is lower to truth that is higher.' This, and the teaching of Mukti—the doctrine that 'man is to become divine by realising the divine'... may be taken as the two great outstanding truths which, authenticated by the longest and most complex experience in human history, India proclaimed through him to the modern world of the West."

স্বামীজী তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় বলেছেন : উচ্চতম যে-বেদান্তদর্শনগুলি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনার কথা বলে, সেখান থেকে শুরু করে

সাকার প্রতিমাপূজা পর্যন্ত, এমনকী বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ এবং জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এগুলির প্রতিটিরই স্থান আছে হিন্দুধর্মে। নিবেদিতা বলছেন : স্বামীজী হিন্দুধর্মকে এত ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখতেন যে, ভারতবর্ষের কোনও ধর্মসম্প্রদায়কে, কোনও দার্শনিক সম্প্রদায়কে বা কোনও আন্তরিক ধর্মসাধকের ধর্মসংক্রান্ত কোনও অভিজ্ঞতাকে স্বামীজী হিন্দুধর্মের বহির্ভূত ভাবতে পারতেন না। হিন্দুধর্মকেই তিনি ভারতবর্ষের সব ধর্মের ধারক-জননী (Indian Mother-Church) বলে মনে করতেন এবং সেই ধারক-জননী যে-অনন্য চিন্তাটির সাহায্যে সমস্ত ধর্ম ও ধর্মমতকে স্বাধীন ধর্ম-আচরণের সুযোগ দিয়ে এসেছে সেটি হল 'ইষ্ট-দেবতা'র ধারণাটি। একই পরিবারের প্রত্যেকেই হিন্দু হলেও তাঁদের আলাদা আলাদা ইষ্ট-দেবতা থাকতে পারে। নিবেদিতা বলছেন : স্বামীজী যেভাবে হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে—হিন্দুধর্মকে যদি একটি সাম্রাজ্য আখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে বলতে হবে—কোনও সাম্রাজ্যের অধিকারে এত উদার পতাকা নেই। (''No army, then, carries the banner of so wide an Empire as that of Hinduism, thus defined.")।

স্বামীজী ধর্মমহাসভায় তাঁর 'হিন্দুধর্ম' ভাষণটি শেষ করেছিলেন একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজনের কথা বলে। নিবেদিতা বলছেন : স্বামীজী মনে করতেন, ''If one religion be true, then all the others also must be true. Thus the Hindu faith is yours as much as mine." এই দৃষ্টিভঙ্গিই বিশ্বজনীন ধর্মদৃষ্টির লক্ষণ। বিশ্বজনীন ধর্ম মানে এই নয় যে, বিশ্বের সব মানুষ কোনও একটি ধর্মকে নিজেদের ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। বিশ্বজনীন ধর্ম মানে নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে অন্য একটি ধর্মে প্রবেশ করা নয়। নিজের ধর্মে স্থিত হয়েই এই উপলব্ধি-লাভ যে, আমার ধর্ম যেমন সত্য, অন্য ধর্মও তেমন সত্য। এটি শুধু একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। ধর্ম পালটাব না, শুধু ধর্ম-সম্বন্ধীয় আমার দৃষ্টিভঙ্গিটি উদারতম হয়ে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন : ''It is good to be born in a church, but it is bad to die there." একটি নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে জন্মগ্রহণ করা ভাল। কারণ, তাহলে ধর্মীয় নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। কিন্তু মনটাকে চিরকাল সেই ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ভাল নয়। অন্য ধর্মেও সত্য আছে, প্রয়োজন হলে সেই ধর্ম থেকেও আমি কিছু গ্রহণ করতে পারি, তাতে আমার নিজের ধর্মকে অমর্যাদা করা হয় না, বা নিজের ধর্মজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় না—মুক্তমনের এই মুক্তপ্রাঙ্গণে বিচরণ করতে না পারলে আমার ধর্মজীবন সার্থক হয় না। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লেখা বিখ্যাত চিঠিটিতে (১০ জুন ১৮৯৮) স্বামীজী এই বিশ্বজনীন ধর্মের লক্ষ্যের কথাই বর্ণনা করেছেন এই ভাষায় : ''We want to lead mankind to the place where there is neither the Vedas, nor the Bible, nor the Koran; yet this has to be done by harmonising the Vedas, the Bible and the Koran. Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION, which is Oneness..."—''আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই—যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই সেটা করতে হবে। মানবজাতিকে শেখাতে হবে যে, পৃথিবীর ধর্মগুলি আসলে সেই ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, যে ধর্ম হল : একত্ব।"

হিন্দুধর্ম কি বিশ্বজনীন ধর্ম? প্রকৃত অর্থে হিন্দুধর্ম অবশ্যই বিশ্বজনীন ধর্ম যার রূপ এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে

প্রকাশিত। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে স্বামীজী হিন্দুধর্মকে শুধু এইটুকু কৃতিত্ব দিয়েছেন যে, সব ধর্মের মধ্যে হিন্দুরাই প্রথমে এই উপলব্ধিতে এসেছেন যে সব ধর্মই সত্য এবং সেজন্য প্রতিটি ধর্মই সমমর্যাদা ও শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ হিন্দুধর্মে চিরকাল ক্রমবিকাশের পথ খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মেই বিশ্বজনীন ধর্ম হওয়ার বীজ রয়ে গেছে। কিছু কিছু সাহসী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধর্মগুলির মধ্যে যদি ক্রমবিকাশের রুদ্ধদ্বার কোনওদিন খুলে যায়, তাহলে প্রতিটি ধর্মই নিজেকে বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে আবিষ্কার করে পৃথিবীকে শান্তি ও সৌহার্দ্যময় করে তুলতে পারবে।

নিবেদিতা মনে করতেন : ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যে-বাণী স্বামীজী বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরেও তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমানভাবে ফল প্রসব করে চলবে। ফল প্রসব করে চলেছেও সত্যি। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা এখনও জীবাশ্ম হয়ে যায়নি ঠিকই। কিন্তু সর্বধর্মসমভাব, সর্বধর্মশ্রদ্ধা, গ্রহীষ্ণুতা এবং পরধর্মের প্রতি আগ্রহের শক্তিশালী ধারা একশো পঁচিশ বছর আগে শুরু হয়ে ছোট-বড় বহু মাপে বহু সংখ্যায় আজও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বয়ে চলেছে। বর্তমানে যে 'World's Parliament of Religions' নামে সংস্থাটি আছে, যেটির সূচনা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে প্রথম ধর্মমহাসভার শতবর্ষপালনের সূত্রে, তার সরকারি ওয়েবসাইট www.parliamentofreligions.org-এ ১৮৯৩-র ধর্মমহাসভার পরিচয় দিতে গিয়ে বিশেষভাবে শুধু স্বামীজীর কথাই বলা হয়েছে : ''A captivating Hindu monk, Swami Vivekananda, addressed 5,000 assembled delegates, greeting them with the words, •'Sisters and brothers of America!'• His declaration introduced Hinduism to America." একইসঙ্গে বলা হয়েছে একথা : ''Today, the 1893 Parliament [of Religions] is recognised as the birth of formal interreligious dialogue worldwide."

ধর্মমহাসভার গরিষ্ঠসংখ্যক উদ্যোক্তা যে আধুনিক বিশ্বায়িত পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মকে একক ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই ধর্মমহাসভার আয়োজন করেছিলেন, প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষিকা মেরি লুইস বার্ক তার স্পষ্ট প্রমাণ 'Swami Vivekananda in the West : New Discoveries' গ্রন্থে (১ম খণ্ড) দিয়েছেন। কোনও রাখ-ঢাক না রেখেই ধর্মমহাসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারোজ, ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরেই যে ১৬০০ পৃষ্ঠার বিবরণী-গ্রন্থটি বের করেছেন, তার শেষ অধ্যায় 'Influence of the Parliament'-এ এই খ্রিস্টধর্মকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। এতসব বিপরীত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যে শেষ পর্যন্ত ধর্মমহাসভার মঞ্চ থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী নিঃসৃত হয়েছে এবং মানুষের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে, তা শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

স্বামীজী যখন ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ত্যাগ করে ভারত-প্রত্যাবর্তনের জন্য ইংল্যান্ডে চলে আসেন, তখন আমেরিকার একগুচ্ছ বুদ্ধিজীবী আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে উদ্দেশ করে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : ''আমরা বিশ্বাস করি যে, এখন আপনাদের দেশ এবং আমাদের দেশের মধ্যে একটা দৃঢ় ঐক্য-বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি সম্ভব করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমাদের ধারণাই ছিল না, সুদূর ও সুপ্রাচীন হিন্দুজাতির ভাণ্ডারে আমাদের নবীনতম দেশটির

জন্য এত প্রজ্ঞা এত জ্ঞান ছিল।" (Indian Mirror, ২৭ জুন ১৮৯৬, দ্রঃ Vivekananda in Indian Newspapers)

ইন্ডিয়ান মিররের ৩ জুলাই ১৮৯৬ সংখ্যায় এই বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীরই একটি ইন্টারভিউ আমেরিকার একটি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এই মানুষগুলি শ্রদ্ধা সহকারে বেদান্ত দর্শন পড়ছেন। তাঁদের প্রতিভূ হয়ে মিস ফিলিপস বলছেন : আমরা বুঝেছি, অনেক যিশুখ্রিস্ট এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বেদান্তের মূল দর্শনগুলির প্রকাশক। (There have been many Christs. All represent the fundamental principles of the Vedas.) আমরা খ্রিস্টধর্ম বা যিশুখ্রিস্টকে ত্যাগ করছি না। আমরা আসলে সব ধর্মের গভীরে ডুব দিতে চলেছি, যাতে আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের রুচিমতো ভগবানের উপাসনা করতে পারি।" (We are not giving up the religion of our forefathers, nor the Christ of Nazareth. It is a delving to the roots of all religions, leaving us free to worship in whatever form we choose) আমরা মনে করি, বেদান্তের এই মূলদর্শনের আলোচনা করলে যিশুখ্রিস্টের ধর্মকে আরও ভাল করে বুঝতে পারব। (...we may better understand the religion of Jesus of Nazareth.)

নিবেদিতা বলেছেন : ''What the world had needed was a faith that had no fear of truth." পৃথিবীর এমন একটি ধর্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল, যা সত্যের ভয়ে ভীত নয়। বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় সেই নির্ভয়, সত্যস্বরূপ, বিশ্বজনীন ধর্মকে উপস্থিত করেছিলেন। এবং স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই বলেছেন, সত্য একটি অসীম শক্তিশালী জারক বস্তু, যা পথ কেটে অগ্রসর হবেই।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *Complete Works of Swami Vivekananda* (Advaita Ashrama : Kolkata, 2012), Vol. 1, Introduction by Sister Nivedita

২। Asim Choudhuri, *Swami Vivekananda in Chicago : New Findings* (Advaita Ashrama : 2005)

৩। Marie Louise Burke, *Swami Vivekananda in the West : New Discoveries* (Advaita Ashrama, 2000), Vol. I

৪। Sankari Prasad Basu and Sunil Bihari Ghosh, *Vivekananda in Indian Newspapers* (Basu Bhattacharyya and Co. : Kolkata, 1960)

৫। Rev. J.H. Barrows, *The World's Parliament of Religions* (The Parliament Publishing Company : Chicago, 1893), Vol. II

দ্বিচ্ছদ পরিচিতি

শিকাগো বিশ্বমেলায় (১৮৯৩) তোলা একটি ফোটো। দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক ভবন। সামনের রাস্তায় মানুষের ঢল—শুধু কালো কালো মাথা। চাকচিক্যময় বিশ্বমেলার সকল আকর্ষণ ছাপিয়ে, কুড়িটি বিষয়ের বিশ্ব আলোচনাসভাকে ছাপিয়ে সব আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মমহাসভা—যার চূড়ামণি হয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের। শিকাগো বিশ্বমেলা যেন এক যজ্ঞবেদি—যেখান থেকে উত্থিত হলেন অনির্বাণ বিবেকানন্দ-অগ্নি—পাবন হোমশিখা—বিশ্বের কল্যাণের জন্য।

এই সংখ্যার সমস্ত ছবি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।